দৈনিক ইত্তেফাক

২৬/৮/২০০৭

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৮ ...... কলাম ৭ ......

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে 'মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮'-এর ৩৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি রেজুলেশন ১৯৭৯ জারি করা হয়। একটি ফাযিল মাদ্রাসা কমিটিতে ক) চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক অথবা তাঁহার প্রতিনিধি, খ) অধ্যক্ষ/তত্ত্বধায়ক সদস্য সচিব, পদাধিকারবলে, গ) দুইজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, ঘ) চার জন অভিভাবক প্রতিনিধি; ঙ) একজন প্রতিষ্ঠাতা, চ) একজন দাতা,, ছ) কোঅপসনে একজন ডাক্তারসহ ১১ জন প্রতিনিধির কথা রেজুলেশনে উল্লেখ করা হইয়াছে। ম্যানেজিং কমিটির কার্যাবলী, নির্বাচন পদ্ধতি, ম্যানেজিং কমিটির সভা, অব্যাহতি সর্বোপরি অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ শিক্ষক নিয়োগসহ মাদ্রাসা পরিচালনা পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা উক্ত ম্যানেজিং কমিটির উপর অর্পিত ইদানীং জানা যাইতেছে, যে, সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিকে সকল ক্ষমতা প্রদান করিবেন। আর তাহা হইলে যখন যিনি ক্ষমতায় আসিবেন তখন তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা বাদ দিয়া তাহার পছন্দ মত কাহাকেও শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারেন। সেক্ষেত্রে যোগ্য-অযোগ্যের কোন ভেদ থাকিবে না। সাধারণত একটি ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ ও ৭ জন প্রভাষকসহ ৩০ জন শিক্ষক থাকেন। উক্ত অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ প্রভাষক ও শিক্ষকমন্ডলী নিয়োগ, মাদ্রাসার নীতিমালা প্রয়োগ, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান, মাদ্রাসার স্বীকৃতি নবায়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, পাঠ্যক্রমসহ পাঠ্যক্রম হিসাবে সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা ইত্যাদি ম্যানেজিং কমিটি তদারকি করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত রেজুলেশনে কোথাও ফাযিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ফাযিল, কামিল ডিগ্রীসহ উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত হইতে হইবে এরকম কোন কথা উল্লেখ নাই। কেননা রেজুলেশনে উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত ম্যানেজিং কমিটিকেই নিতে হয়। এখানে একটি প্রশ্ন, যিনি জীবনেও মাদ্রাসায় পড়েন নাই যাহার উক্ত শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, যিনি মোটেই লেখাপড়া জানেন না, যিনি তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণী পাস তিনি কি একজন কামিল প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণী বিএ (অনার্স) এম,এ ডিগ্রীধারী অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ প্রভাষক নিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন? এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আবেদন এই যে, ম্যানেজিং কমিটিতে কমপক্ষে ২/১ জন ফাযিল/কামিল ডিগ্রীধারীসহ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের সভাপতি/সেক্রেটারী নিয়োগের আইন করা হউক।

জেবুন নাহার,
প্রভাষিকা, বাংলা
মঝিনা মৌজার আহম্মদিয়া ইসলামিয়া
ফাযিল মাদ্রাসা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।